ঝিনাইদহে গণপ্রকৌশল দিবস উপলক্ষে বর্ণাঢ্য র্যালি

বৈষম্যহীন কর্মক্ষেত্র গড়ার প্রত্যয় নিয়ে ইন্সটিটিউট অব ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার্সের (আইডিইবি) ৫৪ তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী ও গণপ্রকৌশল দিবস পালিত হয়।

আজ রোববার (১০ নভেম্বর) সকালে ঝিনাইদহ পুরাতন ডিসি কোর্ট চত্বর থেকে এ উপলক্ষে একটি বর্ণাঢ্য র্যালি বের করা হয়। র্যালিটি শহরের গুরুত্বপূর্ণ সড়ক প্রদক্ষিণ করে পুরাতন ডিসি কোর্ট চত্বরে এসে শেষ হয়।

এসময় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ঝিনাইদহ অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক বকুল চন্দ্র কবিরাজ।

বক্তব্য রাখেন আইডিইবি ঝিনাইদহ জেলা সভাপতি ইয়াসিন আলী, সাধারণ সম্পাদক মুন্সি আবু সাইদ, কাউন্সিলর স্বপন কুমার বিশ্বাস, শরিফুল ইসলাম ও সাব্বির আহমেদ প্রমুখ। বক্তাগণ বলেন, কর্মক্ষেত্রে বৈষম্যহীনতা দূর করতে প্রকৌশলীদের এক হয়ে কাজ করতে হবে।

ঝিনাইদহে ৩ দফা দাবিতে সমাজতান্ত্রিক ছাত্রফ্রন্টের মিছিল

গণপরিবহনে শিক্ষার্থীদের হাফ ভাড়া নিশ্চিৎ করতে ঝিনাইদহে মিছিল করেছে সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্টের নেতাকর্মীরা।

আজ রবিবার (১০ নভেম্বর) সকাল ১১টায় শহরের ওয়াজির আলী স্কুল মাঠ থেকে তারা মিছিল বের করে শহরের বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ করে পরে জেলা প্রশাসকের কাছে স্মারকলিপি প্রদান করে।

তাদের দাবিগুলো হলো: বাস-ট্রেনসহ সকল গণপরিবহনে শিক্ষার্থীদের হাফ ভাড়া নিশ্চিৎ করতে হবে। সকাল ৬টা থেকে রাত ১২টা পর্যন্ত হাফ ভাড়ার নিয়ম কার্যকর থাকবে এবং সরকারি ছুটিসহ সপ্তাহে ৭দিন হাফ ভাড়ার নিয়ম চালু থাকবে। সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্টের জেলা শাখার আহ্বায়ক শারমিন সুলতানার নেতৃত্বে এই কর্মসূচি পালিত হয়।

ঝিনাইদহে জুলাই বিপ্লবে নিহত দুই পরিবারের পাশে ‘আমরা বিএনপি পরিবার’

বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান ও ‘আমরা বিএনপি পরিবার’র প্রধান পৃষ্ঠপোষক তারেক রহমানের নির্দেশনায় ছাত্র-জনতার আন্দোলনে ঝিনাইদহে শহীদ প্রকৌশলী রাকিব ও শহীদ সাব্বিরের পরিবারকে সহানুভুতি ও দুই পরিবারকে আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়।

আজ রোববার দুপুরে ঝিনাইদহের হরিনাকুন্ডু উপজেলার বাসুদেবপুর গ্রামে আমরা বিএনপি পরিবারের আহবায়ক ও দলের কেন্দ্রীয় মিডিয়া সেলের সদস্য আতিকুর রহমান রুমন তারেক রহমানের পক্ষে এই আর্থিক সহায়তা প্রদান করেন।

এ সময় এক অনুষ্ঠানে আমরা বিএনপি পরিবারের উপদেষ্টা এম রাশিদুজ্জামান মিল্লাত, বিএনপির কেন্দ্রীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক সম্পাদক ও সাবেক বুয়েট ছাত্র নেতা প্রকৌশলী হাসনাইন মনজুর ইমন, ঝিনাইদহ জেলা বিএনপির সভাপতি এ্যাড এম মজিদ, সাধারণ সম্পাদক জাহিদুজ্জামান মনা, আমরা বিএনপির পরিবার’র সদস্য শাহাদাত হোসেন, মোস্তাফিজ বিল্লাহ, ফরহাদ আলী, কেন্দ্রীয় ছাত্রদলের সাংগঠনিক সম্পাদক হাবিবুল বাশার, যুগ্ম সম্পাদক হাসনাইন নাহিয়ান সজিব, ঢাকা কলেজ ছাত্রদল নেতা আব্দুল্লাহ আল মেসবাহ, ঝিনাইদহ বিএনপির মুন্সি কামাল আজাদ পাননু, আব্দুল মজিদ বিশ^◌াস, সাজেদুর রহমান পাপপু, শৈলকুপা বিএনপির হুমায়ন বাবর ফিরোজ ও হরিণাকুন্ডু

বিএনপির জিন্নাতুল হক প্রমুখ উপিস্থত ছেলেন।

আমরা বিএনপি পরিবার’র আহ্বায়ক আতিকুর রহমান রুমন শহীদ প্রকৌশলী রাকিব ও শহীদ সাব্বিরের পরিবারকে শান্তনা ও সহানুভুতি জানিয়ে বলেন, আমরা আপনাদের সন্তানদের ফিরিয়ে দিতে পারবো না। কিন্তু তারা দেশের জন্য যে ত্যাগ স্বীকার করেছেন তা ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে। তিনি বলেন দ্বিতীয় স্বাধীনতার ক্ষেত্র তৈরী করেছিল বিএনপি। তারই ধারাবাহিকতায় চব্বিশ সালের আগষ্ট-জুলাই বিপ্লব ঘটেছিল।

তিনি বলেন, বর্তমানে যারা দেশ পরিচালনা করছেন, তারা শহীদের রক্তের বিনিময়ে অর্জিত দ্বিতীয় স্বাধীনতার বদৌলতে দেশ সংস্কারে এগিয়ে নিচ্ছেন। বর্তমান সরকারের প্রতি আহকবান জানিয়ে রুমন রহমান বলেন, যারা পুলিশের গুলিতে শহীদ বা আহত হয়েছেন তাদের সবার অর্থিক সহায়তা দরকার নেই। বরং যে পরিবার তাদের একমাত্র উপার্জনক্ষম ব্যাক্তিটি হারিয়ে আজ অসহায় তাদের সহায়তা করুন, সেই পরিবারের সদস্যদের চাকরী দেন। তিনি বলেন, বিএনপির সুদিন আসলে শহীদ রাকিব ও শহীদ সাব্বিরের নামে বিভিন্ন সড়ক ও সরকারী বেসরকারী স্কুল বা প্রতিষ্ঠানের নামকরণ করে তাদের আত্মত্যাগকে স্বীকার করা হবে। তিনি বলেন, বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান এসব শহীদ পরিবারের পাশে আছে এবং সব সময় থাকবেন।

অনুষ্ঠান শেষে দুই শহীদ পরিবারের পিতামাতার কাছে বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যানের বিশেষ অর্থিক অনুদান পৌছে দেন এবং শহীদ রাকিবের কবর জিয়ারত করেন।

ঝিনাইদহে বয়স্ক শিক্ষার্থীদের মাঝে কুরআন শরীফ বিতরণ

ইসলামের আলো ছড়িয়ে দিতে ঝিনাইদহে গ্লোবাল সেন্টার ফর কুরআন এন্ড পিস এর বয়স্ক শিক্ষার্থীদের মাঝে কুরআন শরীফ বিতরণ করা হয়েছে।

আজ শনিবার (০৯ নভেম্বর) সকালে শহরের কুটুম কমিউনিটি সেন্টারে গ্লোবাল সেন্টার ফর কুরআন এন্ড পিস বিজয়নগর ঢাকা নামের একটি সংগঠনের পক্ষ থেকে এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

এতে সংগঠনটির পরিচালক ব্যারিস্টার তরিকুল ইসলামের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ঝিনাইদহ সিদ্দিকীয়া মাদ্রাসার অধ্যক্ষ রুহুল কুদ্দুস।

সেসময় কালীগঞ্জ শোয়াইবনগর মাদ্রাসার অধ্যক্ষ নুরুল হুদা, ঝিনাইদহ সিদ্দিকীয়া কামিল মাদ্রাসার সহ-অধ্যক্ষ আব্দুর রাজ্জাক, সাংবাদিক ফয়সাল আহমেদ, সাবেক অধ্যক্ষ রবিউল ইসলাম, গ্লোবাল সেন্টার ফর কুরআন এন্ড পিস এর সদস্য খালেদ আহমেদ, ডা. নাজমুল হাসান, এডভোকেট শফিউল আলম, আব্দুর রশিদ, প্রভাষক রোকনুজ্জামান, সমাজসেবা অফিসার হাসানুজামান, ইঞ্জিনিয়ার কামরুল ইসলাম, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক নিজাম উদ্দীন, কারী আব্বাস আলী ও হাফেজ মাওলানা ইমরানসহ অন্যান্যরা বক্তব্য রাখেন। অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন শাহজালাল ইসলামী ব্যাংক হাটগোপালপুর শাখার ব্যবস্থাপক এটি.এম শামছুজ্জামান।

আলোচনা সভা শেষে সদর উপজেলার বিভিন্ন এলাকার নানা শ্রেণী পেশার ৩৬ জন বয়স্ক মানুষের মাঝে কুরআন শরীফ বিতরণ করা হয়। এর আগে সংগঠনটির পক্ষ থেকে বিভিন্ন মসজিদে বয়স্ক এসব মানুষের কুরআন শিক্ষা দেওয়া হয়।

ঝিনাইদহে বিএনপির দুই গ্রুপের সংঘর্ষ, উভয় পক্ষের আহত ১০

ঝিনাইদহের কালীগঞ্জে বিএনপির দুই গ্রপের সংঘর্ষ ও বোমা বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটেছে। এতে উভয় পক্ষের অন্তত ১০ জন আহত হয়েছে। আহতদের মধ্যে ৬জনকে কালীগঞ্জ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করা হয়েছে।

আজ শুক্রবার (০৮ নভেম্বর) রাত ৭টার দিকে উপজেলার কোলা বাজারে এই ঘটনা ঘটে।

জানাগেছে, কালীগঞ্জ উপজেলা বিএনপিতে কেন্দ্রীয় স্বেচ্ছাসেবক দলের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক সাইফুল ইসলাম ফিরোজ সমর্থিত উপজেলা যুবদল নেতা জলিল রানা ও কোলা ইউনিয়ন বিএনপির সাধারণ সম্পাদক শুকুর আলীর মধ্যে কোলা বাজার ও আঞ্চলিক আধিপত্য বিস্তার নিয়ে বেশকিছুদিন ধরে দ্বন্দ্ব চলে আসছিল। সম্প্রতি একটি জমি দখল নিয়ে উভয় গ্রুপের মধ্যে দ্বন্দ্ব চরমে রুপ নেয়। আজ শুক্রবার সন্ধ্যার পরে কোলা বাজারের বিভিন্ন জায়গায় ৩টি বোমা বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটে। এরপর দুইগ্রুপের সদস্যরা সংঘর্ষে লিপ্ত হয়।

আহতরা হলো কোলা ইউনিয়নের খালকুলা গ্রামের ইলিয়াস মোল্লার ছেলে ও ইউনিয়ন বিএনপির সাধারণ সম্পাদক শুকুর আলী মোল্লা (৬০), নওয়াব আলীর ছেলে সিদ্দিক(৪০), কোলা গ্রামের আমজেদ মন্ডলের ছেলে জলিল রানা (৪৫), পার খালকুলা গ্রামের নুর আলীর ছেলে সাজ্জাদুর রহমান (৩৫), কোলা গ্রামের রোকমান খা’র ছেলে নজরুল ইসলাম (৫০)।

এছাড়াও অন্যান্য আহতদের প্রাথমিক চিকিৎসা দেওয়া হয়েছে। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, আজ শুক্রবার সন্ধ্যায় কোলা বাজারে শুকুর গ্রুপ ও জলিল গ্রুপের মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। এ সময় বিকট আওয়াজে এলাকা প্রকম্পিত হয়।

কালীগঞ্জ থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) মানিক কুমার জানান, আধিপত্ত বিস্তার করা নিয়ে এই সংর্ঘষ হয়েছে বলে ধারাণা করা হচ্ছে। এ ঘটনায় এলাকায় অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে। আহতদের উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। বোমা বিস্ফোরণের বিষয়ে খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

ঝিনাইদহ ২ আসনের সাবেক সংসদ

সদস্যের ৩ দিনের রিমান্ড মঞ্জুর

ঝিনাইদহ-২ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য ও জেলা আওয়ামী লীগ নেতা তাহজীব আলম সিদ্দিকী সমিকে গ্রেফতারের পর আজ শুক্রবার (০৮ নভেম্বর) সকালে ঝিনাইদহ সিনিয়র চীফ জুডিশিয়াল ম্যাজিষ্ট্রেট আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে।

গতকাল বৃহস্পতিবার রাত ১০টার দিকে ঢাকার সাভার নবীনগর এলাকা থেকে র্যাব-৪ তাকে গ্রেফতার করে। আদালতে পুলিশ ৩টি মামলায় তাকে ১০ দিনের রিমান্ডের আবেদন জানালে আদালতে তাকে ৩ দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করে।

ঝিনাইদহ সদর থানার ওসি আব্দুল্লাহ আল মামুন জানান, ঝিনাইদহ ২ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য তাহজীব আলম সিনদ্দিকী সমিকে র্যাব ৪ ঢাকা নবীনগর এলাকায় অভিযান চালিয়ে গ্রেফতার করে।

আজ শুক্রবার ভোররাতে তাকে ঝিনাইদহ সদর থানায় নিয়ে আসা হয়। পরে সকালে তাকে আদালতে সোপর্দ করা হয়্। তাহজীব আলম সিদ্দিকী সমির নামে ঝিনাইদহে ১১ বছর আগের জামায়াত কর্মী আব্দুস সালাম হত্যার ঘটনায় গত ২৭ আগস্ট তার বিরুদ্ধে একটি হত্যা মামলা, গত ৪ আগস্ট জেলা বিএনপি অফিস ও জেলা বিএনপির সভাপতি এডভোকেট এমএ মজিদের বাড়িতে অগ্নিসংযোগের ঘটনায় ২টি মামলাসহ মোট ৩টি মামলা রয়েছে। এসব মামলার পর তিনি পলাতক ছিলেন।

তাহজীব আলম সিদ্দিকী সমি ২০১৪ সালে সতন্ত্র ও ২০১৮ সালে আওয়ামী লীগ মনোনিত সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন। এবং ২০২৪ সালে আওয়ামী লীগ মনোনিত সংসদ সদস্য প্রার্থী হিসেবে নির্বাচন করে সতন্ত্র প্রার্থী নাসের শাহরিয়ার জাহেদী মহুলের কাছে পরাজিত হন। তিনি ছাত্রলীগের সাবেক কেন্দ্রীয় সভাপতি মরহুম নুরে আলম সিদ্দিকীর ছেলে। তিনি ঢাকা ডরিন পাওয়ার লিমিটেড এর মালিক।

ঝিনাইদহে জাতীয় বিপ্লব ও সংহতি দিবস পালিত

যথাযথ মর্যাদা ও ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে বৃহস্পতিবার ঝিনাইদহে জাতীয় বিপ্লব ও সংহতি দিবস পালিত হয়েছে।

এ উপলক্ষ্যে ঝিনাইদহ শহরে বৃহস্পতিবার (৭নভেম্বর) দুপুরে জেলা বিএনপির উদ্যোগে বর্নাঢ্য র্যালি বের হয়। সকাল থেকেই জেলার বিভিন্ন গ্রাম, পাড়া ও মহল্লা থেকে খন্ড খন্ড মিছিল নিয়ে শহরের উজির আলী স্কুল মাঠে নেতাকর্মীরা জড়ো হয়। দুপুর নাগাদ বিশাল মাঠটি নেতাকর্মীদের উপস্থিতিতে মহাসমাবেশে পরণিত হয়।

র্যালি বের হওয়ার আগে সংক্ষিপ্ত এক সমাবেশে বক্তব্য রাখেন ঝিনাইদহ জেলা বিএনপির সভাপতি এ্যাড. এম এ মজিদ, জাহিদুজ্জামান মনা, এ্যাড, মুন্সি কামাল আজাদ পান্নু, আব্দুল মজিদ বিশ্বাস, আনোয়ারুল ইসলাম বাদশা, আলমগীর হোসেন, সাজেদুর রহমান পাপপু, যুবদল নেতা আহসান হাবিব রণক, আশরাফুল ইসলাম পিন্টু, ছাত্রদল নেতা সোমেনুজ্জামান সমেন, মুশফিকুর রহমান মানিক ও মহিলাদল নেত্রী কামরুন্নাহার লিজি।

সমাবেশে প্রধান অতিথি এ্যাড এম এ মজিদ বলেন, ৫ আগস্ট দেশের ছাত্র-জনতার তাজা প্রাণ ও রক্তের বিনিময় দেশকে সাড়ে ১৫ বছরের আওয়ামী ফ্যাসিবাদের কবল থেকে মুক্ত করেছে এবং দেশের সামরিক বাহিনী ছাত্র-জনতার পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। আমরা এমনি এক সময় ৭ নভেম্বর পালন করতে যাচ্ছি যখন জাতি নানা সংকটের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। তিনি বলেন দেশের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব রক্ষা এবং দেশের বিরুদ্ধে সকল ষড়যন্ত্র ও চক্রান্ত মোকাবিলায় ১৯৭৫ সালের ৭ নভেম্বর সকল মুক্তিকামী জনতা রাজপথে নেমেছিল। ১৯৭৫ সালের ৩ নভেম্বর মেজর জে. খালেদ মোশাররফ পাল্টা সামরিক অভ্যুত্থান ঘটিয়ে আওয়ামী লীগকে ক্ষমতায় ফিরিয়ে আনার ষড়যন্ত্র করেছিল। তখন আমাদের দেশপ্রেমিক সিপাহী ও জনতা ঐক্যবদ্ধভাবে ৭ নভেম্বর রাজপথে নেমে খালেদ মোশাররফের ষড়যন্ত্র-চক্রান্ত প্রতিহত করে দেশের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্বকে হেফাজত করেছিল।

তিনি বলেন, জাতিকে আবার ফ্যাসিবাদের হাতে তুলে দেওয়ার জন্য নানামুখি চক্রান্ত শুরু হয়েছে। জাতি আবার ফ্যাসিবাদের পদধ্বনি

শুনতে পাচ্ছে। ফ্যাসিবাদীরা পুনরায় ফিরে আসলে জাতি এক মহাসঙ্কটে নিপতিত হবে। এ অবস্থায় জাতিকে রক্ষা করার জন্য ৭ই নভেম্বরের চেতনায় উজ্জীবিত হয়ে দেশপ্রেমিক ছাত্র-জনতা এবং বহুদলীয় গণতন্ত্রে বিশ্বাসী দল-মত-নির্বিশেষে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করতে হবে। সমাবেশ শেষে এক বর্নাঢ্য র্যালী ঝিনাইদহ শহর প্রদক্ষিন করে। র্যালিটি শহর ঘুরে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে গিয়ে শেষ হয়।

এদিকে দিবসটি পালনে ঝিনাইদহের কালীগঞ্জ, শৈলকুপা, হরিণাকুন্ডু, মহেশপুর ও কোটচাঁদপুর উপজেলায় র্যালি, আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিলসহ বিস্তারিত কর্মসুচি গ্রহন করা হয়।

রাস্তার বেহাল দশা! নাগরিক সেবা বঞ্চিত ঝিনাইদহ পৌরবাসী

মাসের পর মাস সুয়ারেজ লাইনের ময়লা পানিতে নিমজ্জিত হয়ে আছে ঝিনাইদহ পৌরসভার ৫নং ওয়ার্ডের উপশহর পাড়া এলাকার রাস্তা ঘাট। আশপাশের বাড়িঘর ও টয়লেটের ময়লা পানি এসে ড্রেনেজের মুখ উথলে উপচে পড়ছে সড়কে। ড্রেন ছুঁয়ে পানি রাস্তায় বের হচ্ছে অনবরত। সেই পানি সড়কে জমেছে প্রায় হাঁটু সমান। ভাঙাচোরা রাস্তা আর কাঁদাঁ পানির কারণে চরম দুর্ভোগে পড়েছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। কিন্তু সড়ক ও ড্রেন সংস্কারে কোনো উদ্যোগ নিচ্ছে না পৌর কর্তৃপক্ষ।

আজ বুধবার (৬ নভেম্বর) উপশহর পাড়া এলাকায় সরেজমিনে গিয়ে দেখা যায়, মহল্লার অলিগলি ও সড়কগুলোতে পানি থৈ থৈ করছে। কোথাও কোথাও পানি হাঁটু সমান। পানি বের হওয়ার ড্রেনেজ ব্যবস্থা না থাকায় সামান্য বৃষ্টিতেই পানি জমে গিয়ে জলাবদ্ধতার সৃষ্টি হয়েছে। ময়লা পানির ভ্যাপসা দুর্গন্ধসহ ডেঙ্গু ও পোকামাকড় সৃষ্টি হচ্ছে, বাড়ছে স্বাস্থ্য-ঝুঁকিও। পথচারী ও স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, ড্রেনের ঢাকনা ভাঙা ও ঢাকনা না থাকায় মানুষের যাতায়াত এবং যানবাহন চলাচলের ক্ষেত্রে দুর্ভোগ সৃষ্টি হচ্ছে। এছাড়া ড্রেন পরিচর্যা না করার ফলে ময়লা-আবর্জনা আটকে স্তুপ হয়ে আছে, যার ফলে ড্রেনের পানি বা ময়লাগুলো স্থানান্তরিত হয় না। এতে সামান্য

বৃষ্টিতে রাস্তার অলিগলিতে পানি জমে থাকে যা বাসিন্দাদের চলাচলে চরম ভোগান্তি সৃষ্টি করে।

পৌরসভার ৫নং ওয়ার্ডের বাসিন্দা রেশমা খাতুন বলেন, নামেই পৌরসভায় বাস করি আমরা। রাস্তা-ঘাটের বেহালদশা। নেই সড়কে বাতির ব্যবস্থাও। সন্ধ্যা নামলেই যেন তৈরি হয় ভুতুড়ে পরিবেশ। মাসের পর মাস সুয়ারেজের পানি রাস্তায় উপচে পড়লেও দেখার যেন কেউ নেই!

অভিযোগ করে সাইফুল ইসলাম নামে এক যুবক বলেন, পৌরসভার উপশহর পাড়ার এলাকাবাসী যেন অভিভাবকহীন বাসিন্দা। পৌরসভার সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত তারা।

আরেক বাসিন্দা জিকু হাসান জানান, এ এলাকায় কোন সুস্থ মানুষের বসবাসের মতো অবস্থা নেই। বৃষ্টি ও বাতাসে দুর্গন্ধ ছড়িয়ে পড়েছে পুরো এলাকায়। সুয়ারেজের ময়লা পানিতে বংশবিস্তার করছে মশা মাছি। ময়লা-পানির কারণে মশা-মাছির মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়েছে ডায়রিয়া, ডেঙ্গু জ্বরসহ বিভিন্ন রোগ।

পৌর শহরে চলাচলকারী একাধিক অটোরিকশা চালক জানান, উপশহর পাড়ায় ড্রেনেজ ব্যবস্থা নাজুক থাকায় সামান্য বৃষ্টিতে জলাবদ্ধতা সৃষ্টি হয়। এছাড়াও সড়কের বেহাল দশার কারণে রিকশা চালাতে খুব কষ্ট হয় তাদের। মাঝেমধ্যেই রিকশার চাকা ভেঙ্গে যায়। যাত্রীরাও অনেক সময় রিকসায় উঠতে ভয় পান।

ওই এলাকার আরেক বাসিন্দা আজিজুর রহমান জানান, সামান্য বৃষ্টি হলেই রাস্তায় পানি জমে যায় কিন্তু পানি সরানোর কোন ব্যবস্থা নেই। ড্রেনগুলো ভরাট হয়ে যাওয়ার ফলে ড্রেনের ময়লা আবর্জনা উপচে পড়ে সড়কে উঠে যাওয়ায় বারোমাস সড়কে জলাবদ্ধতা থাকে। এতে করে রাস্তায় ভাঙ্গন দেখা দিয়েছে।

এ ব্যাপারে পৌরসভার ৫নং ওয়ার্ডের কাউন্সিলর মোঃ সাইফুল ইসলাম বলেন, ড্রেনটি অকেজো হওয়ায় পানি বের হবার কোনো পথ নেই। ময়লা আবর্জনা প্রতিনিয়ত ড্রেনে ফেলার কারণে পানি নিষ্কাশনে বাঁধা সৃষ্টি হচ্ছে। তবে জনদুর্ভোগ কমাতে দ্রুত টেকসই ড্রেন নির্মাণ ও সড়ক সংস্কার করা হবে।

এ বিষয়ে ঝিনাইদহ পৌরসভার নির্বাহী প্রকৌশলী মোঃ কামাল উদ্দীন বলেন, ওখানে কোনো ড্রেনেজ ব্যবস্থা না থাকায় পানি জমে আছে। শুনেছি জলাবদ্ধতা আর খানাখন্দে সড়কটি এখন বেহাল দশায় পরিণত

হয়েছে। নতুন করে টেন্ডার করা হচ্ছে প্রকল্প আসলে দ্রুত কাজ বাস্তবায়নের জন্য জরুরীভাবে উদ্যোগ নেয়া হবে।

ঝিনাইদহে ক্ষুদ্রঋণ অর্থায়নের গতিশীলতা আনয়ন শীর্ষক প্রশিক্ষণ কর্মশালা

ঝিনাইদহে উপজেলা পর্যায়ে বাস্তবায়িত ক্ষুদ্রঋণ অর্থায়নের গতিশীলতা আনয়ন শীর্ষক প্রশিক্ষণ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ বুধবার (৬ নভেম্বর) সকালে সদর উপজেলা পরিষদ মিলনায়তনে এ প্রশিক্ষণ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়।

উপজেলা সমাজসেবা অফিসের আয়োজনে প্রশিক্ষণ কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত থেকে প্রশিক্ষণ প্রদান করেন সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসার রাজিয়া আক্তার চৌধুরী।

সদর উপজেলা সমাজসেবা অফিসার আব্দুল হাই সিদ্দিকের সভাপতিত্বে বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত থেকে প্রশিক্ষণ প্রদান করেন জেলা সমাজসেবা অফিসের উপ-পরিচালক আব্দুল কাদের, মানবাধিকার কর্মী আমিনুর রহমান টুকুসহ অন্যান্যরা। প্রশিক্ষণ শেষে সদর উপজেলার ৩০ জন ক্ষুদ্রঋণ গ্রহিতার মাঝে সনদপত্র বিতরণ করা হয়।

পৌর কাউন্সিলরদের পুর্ণবহালের

দাবিতে ঝিনাইদহে মানববন্ধন

নাগরিকদের ভোগান্তি দুর ও পৌরসভার সেবা নিশ্চিত করতে ঝিনাইদহে অপসারণকৃত পৌর কাউন্সিলরদের পুর্নবহালের দাবিতে মানববন্ধন কর্মসূচী পালিত হয়েছে।

আজ মঙ্গলবার (৫ নভেম্বর) সকালে শহরের পোস্ট অফিস মোড়ে বাংলাদেশ পৌর কাউন্সিলর এসোসিয়েশনের ব্যানারে এ কর্মসূচী পালিত হয়।

এতে ব্যানার ফেস্টুন নিয়ে ঝিনাইদহের ৬ টি পৌরসভার কাউন্সিলর, পৌরসভার বাসিন্দাসহ নানা শ্রেণী পেশার মানুষ অংশ নেয়।

কর্মসূচীতে বাংলাদেশ পৌর কাউন্সিলর এসোসিয়েশনের সভাপতি সাইফুল ইসলাম মধু, কাউন্সিলর রুহুল আমিন মিন্টু, সামসুল আরেফীন কায়সার, ফারহানা রেজা আঞ্জু, মনিরুজ্জামান, রাকিবুল ইসলাম, নাসির উদ্দিন, রকিব উদ্দিনসহ অন্যান্যরা বক্তব্য রাখেন।

সেসময় বক্তারা বলেন, পৌরসভার ভোটারদের ভোটে আমরা নির্বাচিত হয়েছি। জনগণের সেবা দেওয়ার জন্য আমাদের তারা নির্বাচিত করেছেন। কিন্তু বর্তমানে পৌরসভার বাসিন্দাদের চরম ভোগান্তি পোহাতে হচ্ছে সেবা নিতে এসে।

জন্মনিবন্ধন থেকে শুরু করে সকল সেবা পেতে দিনের পর দিন ঘুরতে হচ্ছে বাসিন্দাদের। বক্তারা আরও বলেন, আমরা দেশ সংস্কারের পক্ষে। তাই বলে বাদ দিয়ে সংস্কার কিভাবে সম্ভব। পৌরসভার নাগরিক সেবা নিশ্চিত করতে জনগণের ভোটে নির্বাচিত কাউন্সিলরদের পুর্ণবহালের দাবী জানান তারা।